## অপরূপা

### আইভি চ্যাটার্জি

এই জন্যে বলে পথে নারী বিবর্জিতা ! এত দেরি করে এই মেয়েগুলো ! সাজতে সাজতেই সারা দিন গেল। আরে, কাজটা করবি কখন ! অধৈর্য হয়ে হর্নটা টিপে দাঁড়িয়ে রইল ঋষি।
'আসছে আসছে', বারান্দায় এসে দাঁড়িয়েছেন এতক্ষণে। ও না, সুমেধা নয়, সুমেধার মা।
'ওহ্ কাকিমা', লজ্জা পেয়ে হর্ন ছেড়ে দেয় ঋষি, 'দ্যাখো না, নটার সময় পৌঁছতে হবে, সুমিটা এত দেরি করে রোজ রোজ ! '
'না রে ঋষি, কাল অনেক রাত পর্যন্ত কি সব লেখালেখি করছিল তুতুল। শোন্ তোরা কিন্তু খুব সাবধানে থাকবি। ওরা সব কথা বেচে খায়। ছোট ছোট ছেলেমেয়ে পেয়ে যা খুশি বুঝিয়ে দেবে। ভয়ও দেখাতে পারে। তুতুলটার যা মেজাজ, ওকে একটু সামলে রাখিস।'
'কে কাকে সামলাবে, মা ? ঋষিকে বলছ আমাকে সামলাবার কথা ? ভয়ে পুতুপুতু ছেলে একটা, ওকেই সারাদিন সামলে সামলে চলতে হবে আমাকে। স্যারকে বললাম, অর্ণব বা মৃদুলকে সঙ্গে দিতে, তন্নিষ্ঠাকে পেলেও চলত। দিল কিনা এই রাম ভিতুটাকে !'
ঐ যে, এতক্ষণে আসছেন তিনি। সাদা শার্ট, জিন্স, পায়ে গোবদা একটা জুতো। এই সাজে এত সময় লাগে !
'মুখটা বন্ধ করে তাড়াতাড়ি গাড়িতে উঠে আমাকে ধন্য করুন। ওহ্ সুমি, ভাগ্যিস মুখটা ছিল তোর ! সর্বক্ষণ শোকে দুঃখে ইমোশনাল, তোরা করবি রিপোর্টিং ? তন্নিষ্ঠাকে নিয়ে তিনি যাবেন সেখানে ! আসছি কাকিমা।'
'আস্তে চালাবি ঋষি,' বেশ চিৎকার করেই বলতে হয়, ততক্ষণে হাওয়ার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে স্পিড বাড়িয়েছে ঋষি।

ছোট্ট শিল্পশহরে কয়েকদিন ধরেই তুমুল উন্মাদনা। বড় অস্থির সবার মন। নীলচে পাহাড় আর সবুজ অরণ্যঘেরা এ শহরে মানুষ বেশ আরামে শান্তিতে থাকে। কারখানার শিফ্টের সময় মেনে শহরের জীবনযাত্রা বেশ তাল মিলিয়ে চলে। স্কুল-অফিস-কাছারি তো বটেই, সংসারজীবনও যাপিত হয় সেই তালেই। নিশ্চিন্ত নিরুপদ্রব সহজ জীবন। মাঝে মাঝে তাল কাটা বলতে রাজনৈতিক বন্ধ। শহরের জীবন একটু থমকে দাঁড়িয়ে আবার ঢিমেতালে শুরু হয়।
এ শহর তাই এমন একটা খবরে বেশ চঞ্চল হয়ে উঠবে এ আর বেশি কথা কি ! ঘটনার সঙ্গে ঘটনাস্থলের নামটিও মানানসই। 'মধুকুঞ্জ'।
এ শহরে মিউনিসিপ্যালিটি বা কর্পোরেশন জাতীয় সরকারী আধিপত্য নেই। নোটিফায়েড এরিয়া কমিটি বাস্তুসমস্যাগুলো দেখাশোনা করে। ক'তল বাড়ি উঠবে সে প্ল্যান অনুমোদন করা থেকে পুনর্বাসন প্রকল্প সব।
'মধুকুঞ্জ' নিয়ে জল্পনা সেই সূত্রেই। নিয়ম না মেনেই নাকি পাঁচতলার জায়গায় সাততলা বাড়ি উঠেছে সেখানে। শহর উন্নয়ন প্রকল্পের কমিটির সঙ্গে প্রত্যক্ষ আঁতাতে এমন বেআইনী কাজ। ধরে ফেলেছেন শ্রীবাস্তবসাহেব। সঞ্জয় শ্রীবাস্তব। কমিটির নতুন অধিকর্তা। কয়েকমাস ধরে জলঘোলা হবার পর ওপরের দু'তলা ভেঙে ফেলার আদেশ জারি হয়েছে। এ পর্যন্ত ঠিক ছিল।
বহুতল ঐ বাড়িটিতে অনেকগুলো অফিস। ছ'তলা আর সাততলাতে দুটি প্রাইভেট ব্যাঙ্কের শাখা, একটি কম্পিউটার লার্নিং সেন্টার, ছোট ছোট বেশ কয়েকটি অফিস। শ্রীবাস্তবসাহেবের কাছে বেশ কিছু আবেদন জমা পড়েছে, ব্যাপারটি পুনর্বিবেচনার জন্যে। অনেক লোকসান হয়ে যাবে যে। এই থেকেই বেরিয়ে এসেছে একটি চাঞ্চল্যকর খবর।
'মধুকুঞ্জে'র সাততলায় তিনহাজার স্কোয়ারফিটের যে অফিসটি কাঠ ও কাচের ফার্নিচারের আউটলেট হিসেবে পুনর্বিবেচনার আবেদন জমা পড়েছে, সেটি আসলে যথা-অর্থেই মধুকুঞ্জ। বেশ সাজিয়ে গুছিয়ে মধুচক্রের আয়োজন সেখানে।
ধরা পড়ে পুলিশি হাজতে রয়েছেন সে মধুচক্রের কর্ত্রী, শহরের নামী মহিলা-কলেজের প্রোফেসর শ্রীমতি রূপা সিন্হা। কলেজের মেয়েরা ছাড়াও গৃহবধূরাও সেখানে নাকি পার্ট-টাইম রোজগারে লাভবান। সুখনিবিড় শান্ত শহরে এ খবরে

প্রবল অস্থিরতা।

খবরের কাগজে বেরোনোর পর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী পর্যন্ত উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। বলেছেন, 'ব্যাপারটা শহরবাসীদের প্রথমেই নজরে আসা উচিত ছিল। মানুষ এত আত্মকেন্দ্রিক আজকের দিনে, তাই সমাজে এমন ঘটনা ঘটে চলেছে। বাইরের দুনিয়ায় তো ছিলই, এবার এ শহরেও তার আগুন লাগল বুঝি।' শহরের মানসিক স্বাস্থ্যরক্ষার আবেদন জানিয়ে গেছেন মানুষের কাছে।
বেআইনী নির্মাণগুলো তো ভাঙা হবেই, সে নিয়ে আর কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। মানুষ উদ্বিগ্ন এ শহরের মানসিক ও নৈতিক স্বাস্থ্য নিয়ে। কেঁচো খুঁড়তে গিয়ে সাপ বেরোনো কাকে বলে, তাও জানা হল তারপর। শহরের বেশ কিছু জায়গায় এমন অসাধু অনৈতিক কাজ চলে, সে খবর বেরিয়েছে। নাগরিক কমিটি থেকে জোরগলায় দাবি উঠেছে, এমন সব কুঞ্জ উচ্ছেদ করে দেওয়া হোক।
প্রতিরোধ প্রতিবাদে শান্ত শহর উত্তেজনায় টগবগ করে ফুটছে। সময় বুঝে রাজনৈতিক দলগুলো চাঙ্গা হয়ে উঠেছে। উচ্ছেদকমিটি তৈরী হয়েছে একদিকে, সে কমিটির বিরোধে নতুন কমিটি তৈরী করেছে আর একটি দল।

সাধারণ মানুষ উচ্ছেদের পক্ষে। শহরের সর্বাঙ্গীন স্বাস্থ্যের জন্যেই এমনটা দরকার। বাড়ির ড্রয়িংরুম থেকে শুরু করে ক্লাবের মিটিঙে, অফিস-কাছারিতে, মহিলামহলের কিটিপার্টিতে একই আলোচনা। আলোচনায় নতুন জোয়ার এসেছে দুদিন আগে। উচ্ছেদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে মিছিল বেরিয়েছিল একটা। ডিসি মিস্টার দিনেশ বাহাদুরের অফিসে গিয়ে স্মারকপত্র জমা করেছে একদল মেয়ে।
'আমাদের পেশা এই। আমরা আর কিছু শিখি নি। উচ্ছেদ হলে আমরা কি করব? অন্য কোথায় কি হচ্ছে আমরা জানি না, সেজন্যে আমাদের বস্তী উচ্ছেদ হবে কেন?' এই বক্তব্য। গলার শির ফুলিয়ে কমিশনার সাহেবের সঙ্গে বেশ ঝগড়াও করেছে তারা। রাজনৈতিক দলের সহায় আছেই, সেই সঙ্গে 'জাগৃতি', 'স্ত্রীশক্তি' এমন কয়েকটি মহিলা সংগঠনও সহায় হয়েছে। মজার ব্যাপার হল, 'জাগৃতি', 'স্ত্রীশক্তি' ইত্যাদিরা আবার মধুচক্র-ব্যবসা উচ্ছেদ নিয়েও বেশ জাগ্রত।
হৈ হৈ ব্যাপার।
শহরের রাস্তায় রীতিমতো ভিড় জমেছিল। এ শহরে যে এতজন গণিকাবৃত্তির মানুষ আছে, তা-ই বা কে জানত!
সুমেধাদের কাগজের অফিস থেকেও রিপোর্টিং-এ পাঠানো হয়েছিল দুজনকে। তন্নিষ্ঠা এসে বিশদে বলেছিল সব।
রাতের অন্ধকারে মুখে রঙ মেখে কাজ যাদের, দিনে দুপুরে তাদের শোভাযাত্রা দেখায় বেশ আমোদ পেয়েছে সবাই।
তন্নিষ্ঠা বলছিল, 'আমার খুব খারাপ লাগছিল, কেন জানি না। এক একজনের চেহারা কি খারাপ, মনে হয় কতকাল খায় নি বুঝি, ওদের কাছে যায় কারা? দেখেই তো রিপালশন হচ্ছিল আমার। মায়াও লাগছিল খুব।'
'থাম্ তো', একসঙ্গে ধমকে উঠেছিল ওরা সবাই, 'এরাই মূল। সেই আদিম পেশা, জানিস তো? মানুষ এত সভ্য হল, অথচ এই এক ব্যাপারে দাস রয়ে যাবে? ছি ছি।'
আমতা আমতা করে বলেছিল লিপি, 'অনেক সময়ই তো ওরা অবস্থার শিকার। আমরা সবাই জানি সে কথা। ওদের কাছে যায় কেন পুরুষমানুষ? দোষ শুধু ওদের?'
হৈ হৈ করে ওঠে পুরো দলটা। শুরু হয়ে যায় পুরুষ বনাম নারী নিয়ে বিতর্ক। যোগ দেন
লোপাদি-মালা-সুরজিৎ-বিনয়দারাও। মেয়েরাই যে সমাজের সুবিধেভোগী শ্রেণী, এই মর্মে পুরুষদের দলে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়ে যায়। মেয়েরাও গলা ছেড়ে তর্ক করে নিজের মত জানাবেন না কেন?
নিজের টেবিলে বসে একমনে ফাইল ঘাঁটতে ঘাঁটতে সুমিতাদি কোনদিকে না চেয়েই বলেন, 'ছেলে হয়ে জন্ম নিয়েছেন, তাই আপনাদের এ নিয়ে হাসি ছাড়া কিই বা করার আছে! আপনারা বুঝবেনই বা কি!'
জমাটি বিতর্ক হাসিঠাট্টায় শেষ হয়ে কাজ শুরু হতে হতে বেলা এগারোটা।

এ অবশ্য অফিসে রোজকার দৃশ্য। খবরের কাগজের অফিসে খুন-জখম-রাহাজানি এমন সব ঘটনার প্রবাহে কর্মীরা এমনিই নিস্পৃহ নির্লিপ্তি শিখে ফেলেন। বিনয়দা একটু পরে ডেকেছিলেন সুমেধাকে।

'একটা স্টোরি করতে চাইছি এ নিয়ে। ওদের সঙ্গে কথা বলে তৈরী করে ফেলো কালকের মধ্যে। ঋষিকে সঙ্গে দিচ্ছি। ছবি তোলার কাজটা ও-ই করুক।'
ঋষির সঙ্গে বসে একঘন্টা আলোচনা করে সুমেধা ঠিক করেছে, একটু অন্যরকম করে লিখবে রিপোর্টটা। বেশ ক্যাচি একটা ক্যাপশন-ও ভেবে রেখেছে - 'লাবণ্য পণ্য'।
'লাবণ্যটা দেখলি কোথায়?' ঋষির আপত্তি খুব, 'তন্নিষ্ঠা ছবিগুলো এনেছে দেখলি না? গলার হাড় বেরোনো, কালো কালো চোয়াল দেখানো মুখ, লাবণ্যটা কোথায়?'
'তুই বুঝবি না' বলে ঋষিকে থামিয়ে দিয়েছে সুমেধা, 'আগে লেখাটা শেষ হোক। তারপর বুঝবি।'
'বুঝেছি আমি। তুই ওদের নিয়ে লেখা শুরু করে মধুকুঞ্জের কেসটায় আসবি, এই তো? আধুনিক গণিকাদের লাবণ্যের কথায় আসবি? ঠিকই ভাবছিস তুই। ওদের কথা বুঝি, কিন্তু এই মেয়েগুলো? গৃহস্থ বৌগুলো? ওরা কেন আসে এ আদিম পেশায়? এইটা ঠিক ঠিক লিখতে পারলে দারুণ!'
'জানিস ঋষি, নরেন্দ্রনাথ মিত্রের একটা ছোটগল্প পড়েছিলাম অনেকদিন আগে। নামটা মনে পড়ছে না। তাতে ঠিক এইরকম ছিল। দল বেঁধে এই মেয়েরা মিছিল করে গিয়ে উচ্ছেদ আটকেছিল। ভারি সুন্দর গল্পটা। মনের মধ্যে নাড়া দিয়েছিল। এতবছর পরও মনে আছে তাই। ওদের মধ্যে একটা মেয়ে, বিদ্যুৎপর্ণা না বিদ্যুৎলতা নামটা, সে-ই সবাইকে বুদ্ধি দিল, নিয়ে গেল, বর্ন লিডার যাকে বলে। সেখানে মেয়েটা প্রথম 'মা' ডাক শুনল। কে বললেন? না, শহরের মানী মানুষ একজন। সে সম্বোধন, সে সম্মানে তোলপাড় হয়ে উঠল সমস্ত সত্ত্বা। ভারি সুন্দর গল্প রে ঋষি। মাতৃত্ব ভাবনাটাই ভারি সুন্দর।'

এই জন্যে সুমেধাকে পছন্দ করে সবাই। দারুণ ফান্ডা। আর সেইরকম মেমারি ওর। বিনয়দা মাঝে মাঝে বলেন, 'সুমেধা আমাদের অ্যাসেট।' একটুও হিংসে হয় না ঋষির। ওর শক্তপোক্ত চেহারাটার মধ্যে ভারি নরম মন আছে একটা। মেয়েগুলো ঐরকমই। একটুতেই কান্না পায় ওদের। সে নিয়ে ঋষিরা কম পেছনে লাগে! তবু এ মুহূর্তে সুমেধাকে বেশ অন্যরকম ভালো লাগল ঋষির।
মাতৃত্ব ভাবনাটাই ভারি সুন্দর যে। রহস্য আর মাধুর্যের মিশেলে অদেখা বিদ্যুৎকেও দেখে ফেলল ঋষি।
স্টোরি হিসেবেই দেখছিল ব্যাপারটাকে, বেশ জম্পেশ স্টোরিটা হবে মনে হচ্ছে। এখন একটু মায়া-মায়া ভাব এল। আহা, ওদেরও অনেক কষ্ট। মানুষের মনটা হারিয়ে ফেলে বাঁচতে বাধ্য হয় যারা, প্রবল দেহবোধ ছাড়া কোন বোধ নেই, এই মানুষদের আলো দেখানো হয় নি সে দায় তো সমাজের সবার!

'নত্থি রাগসমো অগ্‌গি, নত্থি দোসসমো কলি।
নত্থি খন্দাদিসা দুক্‌খা, নত্থি সন্তিপরং সুখম্‌॥'
কামনার সমান আগুন নেই, তৃষ্ণার সমান কষ্ট নেই। প্রেমের তৃষ্ণা, কামের তৃষ্ণা, যশের তৃষ্ণা, সন্তানের তৃষ্ণা, যৌবনকষ্ট, বার্ধক্যের কষ্ট, মৃত্যুভয়। দেহের মত দুঃখময় কিছু নেই, শান্তির সমান সুখ নেই। শান্তিই পরম সুখ।
আম্রপালীর মনে হয়েছিল, তথাগত বুঝি তাঁর জন্যেই এসেছিলেন সেদিন। চতুঃষষ্টিকলা - সঙ্গীত, নৃত্য, বীণাবাদন, কাব্যরচনা, দ্যূতক্রীড়া, গন্ধযুক্তি, সজ্জা, অলঙ্করণ, অলঙ্কারনির্মাণ, রত্নপরীক্ষা, বিষনির্ণয় ও তার প্রতিবিধান - রাজকোষ থেকে শিক্ষার ব্যবস্থা হয়েছিল আম্রপালীর। জনপদকল্যাণী আম্রপালী। কুলনারীরা গৃহরক্ষা করবে, সন্তানের জন্ম দেবে আর গণিকা-নারীরা মন ও মস্তিষ্কের ক্ষুধা মেটানোর কাজ করবে। এই সুস্পষ্ট বিভাজন হয়েছিল সমাজে। যে নগরে খ্যাতনামা গণিকা থাকেন, সেখানে দেশ-বিদেশ থেকে বণিক আসে। রাজ্যের বাণিজ্যে, রাজনৈতিক সখ্যতাস্থাপনে গণিকারা মুখ্য ভূমিকা পালন করেন। মগধের সঙ্গে লিচ্ছবিদের বন্ধুত্বে বৈশালীর আম্রপালীর খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল।
আরও অনেকদিন আগে... বৈদিক যুগে অম্ভৃণকন্যা বাক, গার্গী, মৈত্রেয়ী, শাশ্বতী, সুলভা ... প্রাক্‌বৌদ্ধযুগে উপাধ্যায়া সুমতি, দৃষদ্বতী ... জৈন নির্গ্রন্থ পরিব্রাজিকারা বিদ্যায় শিক্ষায় পুরুষের সমকক্ষ ছিলেন। কিন্তু কি থেকে কি হল ..কুলনারীদের আর বিদ্যাশিক্ষার অধিকার রইল না। বিদ্যা ও চারুকলা আয়ত্ত্ব করলেই নারী গণিকাসম হয়ে উঠছে।

সমাজে এই পরিবর্তন হয়েছিল গণরাজ্যগুলোর জন্যে। সর্বাঙ্গসুন্দরী, অনুপম গুণবতী কন্যাদের জনসমক্ষে হাজির করতেই হবে। সৌন্দর্যের প্রতিযোগিতা হবে, কেশকল্যাণী-মাংসকল্যাণী-অস্থিকল্যাণী-কন্ঠকল্যাণী এমন সব উপাধি দেওয়া হবে। জনপদকল্যাণী হবে সর্বশ্রেষ্ঠা কন্যা।
ভালো করে ভেবে দেখলে, সে সমাজে কুলনারীরা আর গণিকানারীরা উভয়েই এক জায়গা এক ছিলেন। কারো স্বাধীন ইচ্ছা নেই। কারো কোন উপায় নেই। মহারাজ বিম্বিসারের প্রণয়িনী, পুত্রের জননী হয়েও সম্মান পান নি আম্রপালী, তথাগত বুদ্ধ তাঁকে হাত ধরে স্বমহিমায় স্থাপন করেছিলেন।

'কি রে ? কেমন ? ভালো হবে না ?' সুমেধার গলায় মাথা তুলল ঋষি। উত্তর দেবার আগে ঘড়ি দেখল একবার। লেখার হাতটা বেশ ভালো সুমেধার, মানতেই হবে। পড়তে পড়তে অতীতে চলে গিয়েছিল মনটা। হাসল একটু, মাথা নেড়ে সায় দেবার ভঙ্গীতে।
আধঘন্টা ধরে বসে আছে। 'খবর দিচ্ছি' বলে পল্টু ছেলেটা এ ঘরে বসিয়ে রেখে যে কোথায় গেল ! বিশ্রী একটা গন্ধ উঠে আসছিল ঘরটায়। সস্তা তেলের উগ্র গন্ধ, দেওয়ালজোড়া ক্যালেন্ডার, দেওয়ালে একটা বড় আয়না, বিছানায় একটা নতুন নীল সুজনি পাতা হয়েছে। সুমেধা একটা বই বার করে কি সব নোট নিচ্ছিল, ঋষিও হাত বাড়িয়ে পড়তে শুরু করেছিল।
এ ঘরে থাকে সরোজা। পল্টুর সঙ্গে যোগাযোগ করিয়ে দিয়েছিল বিনয়দাই। পল্টু বলল, 'সবচেয়ে বেশিদিন আছে এই সরোজা। ওর খুব নাম। ওকে নেতারা খাতির করে ডেকে নিয়ে যান। শহরের নামকরা মাফিয়া, লালন সিং সরোজার রোজকার খদ্দের। ওর সঙ্গে কথা বলুন আপনারা। বিলকুল কিলিয়ার পিকচার মিল জায়েগা।' পল্টু বলেছিল।
এ শহরে এমন একটি গণিকাপল্লী ছিল, তাই জানা ছিল না কারো। এ মেয়েরা দল বেঁধে ডিসির কাছে আর্জি না নিয়ে গেলে বস্তীটা আর পাঁচটা বস্তীর মতই অগোচরে থাকত। ছোট ছোট ঘর, নেশাখোর কিছু মানুষ, পান-সিগারেটের দোকান, গোপনে চোলাই মদ তৈরী হয় এমন খবর পেয়ে পুলিশ এসেছে দু'একবার। এই পর্যন্ত। পাশেই একটা বড় আবাসন। অন্তত পাঁচশ ফ্ল্যাট, চমৎকার সবুজ গাছপালা, ছোটদের জন্যে দোলনা, পার্ক। এ বস্তী থেকে মধ্যবয়সী স্ত্রীলোক বাসন মাজার কাজে আসে নিত্যদিন, তবু আগে জানা যায় নি বস্তীর প্রকৃত রূপের কথা।

'সাবধানে কথা বলবি সুমি। তুই খুব হেডস্ট্রং, এইটা মাথায় রাখবি।'
'না রে। আমি এদের জন্যে খুব ফিল করি। এরা সমাজের অব্যবস্থার শিকার। না ? পড়লি আম্রপালীর কথা ? শ্রীমতির কথা পড়েছিলাম মনে পড়ছে ? শ্রীমতিও তো নগরনটী ছিলেন। ইতিহাসে এমন কত মেয়েরা, অতদূর যেতে হবে কেন, সাউথের দেবদাসীদের কথা মনে কর। আজকের দিনেও রমরমিয়ে চলছে মেয়েদের পণ্য করা ব্যবসা।'
'আমার কেমন মনে হয়, বলি সুমি ?' একটু থমকালো ঋষি, 'না থাক। তোরা মেয়েরা একটু সেনসিটিভ এ সব ব্যাপারে।'
'বল্ না, বল্। আমি সবরকম কথাই শুনতে চাই। বল্ তুই।'
'মানে বলছিলাম কি, এই সব মেয়েরা সবাই আসলে দেবী এরকম ভেবে নিস না প্লিজ। আসলে বই পড়ে পড়ে আমাদের একটা ধারণা হয় এরকম। কিন্তু ব্যাপারটা কি সত্যিই তাই ? মধুকুঞ্জ তো একটা নয়। সব শহরে গ্রামে এমন হাজার হাজার মধুকুঞ্জ রোজ তৈরী হচ্ছে। কোথাও বিউটি পার্লারের আড়াল রেখে, কোথাও ম্যাসাজ ক্লিনিক, কোথাও অন্য কিছু। তাই এই সব মেয়েরাই দায়ে পড়ে এ কাজ করছে ভাবিস না। এরা সব অব্যবস্থার শিকার, শোষিত অবহেলিত, নিপীড়িত ব্লা ব্লা ব্লা ...' কথা শেষ হল না ঋষির, পরদাটা দুলে উঠল।

অত্যন্ত কালো স্থূলাঙ্গিনী মহিলা একজন। নাকে চকচকে রূপোলী নথ, মাথার চুল খোঁপা করে বেঁধে রাখা, হাতে উল্কি, ফাটা ফাটা পায়ে আলতা। এ-ই সরোজা ! এর তো বয়স হয়েছে অনেক। গুড়াখু-খাওয়া লাল দাঁত দেখিয়ে হাসল মহিলা, 'টিভি থেকে এসেছ তোমরা ? কোন টিভি ?'
আজকাল টিভির লোকের সমাদর বেশি, সুমেধা-ঋষিও জানে। আলতো করে পাশ কাটালো, 'আপনার জন্যে বসে আছি।'

'আমার জন্যে ? তবে যে পল্টুয়া বলল সরোজার কাছে এসেছ তোমরা ?'
ও, ইনি সরোজা নন। ভাঙল না অবশ্য। 'সরোজার সঙ্গে তো কথা বলবই, আপনার সঙ্গেও কথা বলতে চাই আমরা। মায়ী, আপনি এখানে কতবছর আছেন ?'
চালাক আছে সুমিটা। নরেন্দ্রনাথ মিত্রের গল্পের কায়দা ধরেছে। মায়ী ! প্রথমেই মা ডাকে কাবু করে ফেলা।
মায়ী ডাকে মহিলার কোন হেলদোল হল কিনা বোঝা গেল না। পরনের কাপড়খানা হাঁটুর ওপর তুলে মাটিতে বসে পড়ল। 'আমি তো প্রথম। সেই হলুদবনীতে ছিলাম। তখন তো ইখানে জঙ্গল। সন্ধে হলে শেয়াল ডাকে। সরোজা তখন কুথায় ? আমার বোন তো সরোজাকে এনেছিল। স্টেশনে ছেড়ে চলে গিয়েছিল না ওর বরটা ?'
আড়চোখে ঋষির দিকে তাকাল সুমেধা। এখুনি বলছিল না বড় বড় কথা ? এখানের সব মেয়েদের পেছনে এইরকম একটা গল্প আছেই। ইচ্ছে করে কেউ এ পেশায় আসে না। তুই পুরুষমানুষ, বুঝবি কি করে ঋষি ?

নুপুরের রিনিঝিনি শব্দ বাইরে। সাটিনের গোলাপী শাড়ি, মাথায় ফুলের গয়না, কানে-গলায়-নাকে চকচকে সোনালী গয়না, লাল টকটকে লিপস্টিক - এ-ই সরোজা। এতক্ষণ সাজছিল বোধ হয়।
'এই বুড়ি, তুই এখানে কেন ? খবরের কাগজওয়ালারা আমার ইন্টারভিউ নিতে এসেছে শুনেই এসে জুটেছিস ?'
মানে মানে সরে পড়বে বুড়ি সে আশা করে নি কেউ, তবে মুহূর্তে এমন অশ্রাব্য গালাগালির ফোয়ারা শুরু হবে তা-ই কে ভেবেছিল ! পল্টু আর সঙ্গে আরো কজন এসে পড়ল। সুমেধার মুখ দেখে মজা পাচ্ছিল ঋষি। বেচারা, ও বোধহয় ভেবেছিল, গল্পের বইয়ের মতই লাজনম্র বধুর কান্না শুনবে, বেদনার গল্প শুনবে। বাইরেও চিৎকার আর অশ্লীল গালাগালির শব্দ, কোনরকমে প্রশ্নগুলোর উত্তর নেওয়াই ঠিক করল ঋষি।
'কেন এলেন এ পেশায় ?'
'কেন ? আমি কি এ পেশার যোগ্য নই নাকি ?' পলকে বুকের কাপড় ফেলে দাঁড়িয়েছে সরোজা, 'দেখে নাও। এখানে আর কার আছে এমন ?'
'হয়েছে হয়েছে। তুমি বসো', ধমকে উঠল সুমেধা। 'কেন এলে এ পেশায় ? আমি শুনেছি, তোমার বর তোমায় স্টেশনে ফেলে চলে গিয়েছিল, তুমি এখানে এসে পৌঁছেছ। এমনই তো তোমাদের সবার গল্প ? ইচ্ছে করে না সম্মান নিয়ে বাঁচতে ? '
দরজার বাইরে থেকে উঁকি দেওয়া পুরো দলটাকেই ডেকে নিল সুমেধা। 'তোমরা যে মানুষ, সেটা নিয়ে ভাবো ?'
ঋষি পরিস্কার দেখল, মেয়েরা একে অন্যের গায়ে চিমটি কেটে মুখ টিপে হাসছে। তার মধ্যেই দু'তিন জন বেশ কাপড় তুলে, বুকের জামা সরিয়ে ইশারাও করে ফেলল। সুমিও দেখেছে বোধ হয়। দীর্ঘ বক্তৃতাটা ছোট করে ফেলল, 'ভুলে যেও না, তোমরা মা। তোমরা কি চাইবে তোমাদের মেয়েরা এ কাজ করুক ? চাইবে না লেখাপড়া শিখিয়ে ভদ্র সম্মানের কাজ করুক তারা ?'
শ্রোতারা উদাসীন।

'মা ! মা হয়ে তো ঝঞ্ঝাট যত ! ' অশ্রাব্য একটা গালাগাল দিল সরোজা, 'একটা হতেই খালাস করিয়ে নিয়েছি। আজকাল আর অত সস্তা নয় মা করা। বুঝলে ? জলদি জলদি ফোটো উঠাও দিদি। টাইম নেই আমাদের।'
মুখিয়ে উঠল আরও একজন, 'লেকচার ছোড়ো দিদি। মা হওয়া কউন সা বড়ী বাত ? আমাদের মত হয়ে দেখাও দেখি। কি দিদিমণি, পারবে ? উই তো শুনছি, কত জায়গায় রসের ফোয়ারা বসছে আজকাল, তবু আমাদের কাছে সবচেয়ে ভিড় কেন ? উচ্ছেদ করবে আমাদের ? ফুঃ', অবজ্ঞায় নথে নাড়া দেয় মেয়েরা, দল বেঁধে।
'ই কামটো খরাব কি আছে ? কত্ত নামী দামী লোক আসে আমাদের কাছে, জানো ? কি রে বিন্দু, বল্ না', ঠেলা দেয় একে অন্যকে, অশ্লীল ভঙ্গীতে। 'লিখাপড়া শিখে কি কাম করবে ? দেখছ নাকি ? পড়ালিখা মেয়েরা, বৌরা সব ধান্দাওয়ালী হয়ে যাচ্ছে। এ দিদি, কোশিশ কর্কে দেখ লে, তোর অফিসেও পোমোশন হবে জল্দি জল্দি। বুঝলি ?'
চোখে ঝিলিক তুলে হাসে বিন্দু।
সমাজের চোখে বে-আব্রু হয়ে গেলে বুঝি এমনই হয়, ওদের আর লাজ লজ্জা কিছুই অবশিষ্ট নেই।

'চল সুমি।' ক্যামেরায় গোটা কতক ছবি তুলে নিল ঋষি। দরজা আটকে দাঁড়িয়ে আছে ভ্রমরের দল, রীতিমতো কসরত করে বেরিয়ে এল দুজনে।
এখানে একটা জুয়ার আড্ডা বসে সন্ধেবেলা, চোর-পকেটমার থেকে খুনের দাগী আসামীরাও ভিড় জমায় রোজ, ঋষি-সুমেধাকে দেখতে লোক জমা হয়েছে বেশ। সুমেধার উদ্দেশে নানা শব্দবাণ থেকে বাঁচতেই তাড়াতাড়ি মোটরসাইকেলে স্টার্ট দেয় ঋষি। সুমেধাটা রীতিমতো নার্ভাস হয়ে পড়েছে, বেশ বোঝা যাচ্ছে। এমনটা ভাবে নি সত্যিই।

গলিটা পার হবার মুখে একটা দুধের ডিপো। তার পাশ দিয়ে কলকলিয়ে বেরিয়ে আসছে একদঙ্গল শিশু। স্পিড কমাতেই হল। রোগা রোগা ছেলেমেয়ে, খালি পা, কেউ কেউ স্যান্ডেল পড়েছে পায়ে, কাঁধে ব্যাগ, হাতে গুলতি। এই পল্লীরই ছেলেমেয়ে সব।
'দাঁড়া তো ঋষি। এখানে কি স্কুল আছে নাকি?'
'আর দাঁড়াস না সুমি। স্টোরি তো হয়ে গেছে। গিয়ে একটা নামিয়ে দিলেই হল।'
'একবার দাঁড়া না। জাস্ট এক মিনিট। ঋষি, প্লিজ,' এমন বলে সুমি, না দাঁড়িয়ে উপায় আছে!
নীল-হলুদ সালোয়ার কামিজে রোগা একটি মেয়ে, সুমেধার বয়সীই হবে বুঝি। দরজা দিয়ে বেরিয়ে এল, জিজ্ঞাসু দৃষ্টি।
'আমরা খবরের কাগজ থেকে আসছি। এটা কি একটা স্কুল?'
স্পষ্টতই বিড়ম্বনার ছাপ পড়ল মুখে, 'হ্যাঁ স্কুল। তবে স্কুল বোধহয় বলা যায় না। ঐ বাচ্চাদের অক্ষর পরিচয় করাই, তারপর যারা একটু আগ্রহ দেখায় তাদের আর একটু পড়াই। মিশনের স্কুলে ভর্তি হয়েছে দুজন। আমার এখান থেকে সরকারী স্কুলেও তিনজন ভর্তি হয়েছে।'
'কে চালান? আপনি?'
'হ্যাঁ আমিই। তবে এ ঘরটা ঐ ওরাই দিয়েছে।'
'কারা? এ পাড়ার মেয়েরা?'
'হ্যাঁ। আসলে আমি কাছাকাছিই থাকি।' হাত তুলে সাজানো আবাসনটা দেখাল, 'এখানেরই একটি মেয়ে, এদেরই কারো মেয়ে, একেবারে শিশুকন্যা বলতে পারেন, আমার বাড়ি একদিন বাসন মাজার কাজ খুঁজতে গেছিল। সেই থেকে যোগাযোগ।'
'কি করে ভাবলেন এমন কথা? বাড়িতে আপত্তি হল না আপনার?' মেয়েটির মাথার অস্পষ্ট সিঁদুরের রেখাটির দিকে চেয়ে প্রশ্ন করল ঋষি।
'না। বরং আমার স্বামী খুব সহায়। মিশনের স্কুলে, সরকারী স্কুলে তদ্‌বির করে বাচ্চাদের পড়ার ব্যবস্থা করেছে ও-ই। আমাদের ক্যাম্পাসে একটা সুন্দর বড় কমিউনিটি হল আছে। সেখানেই শুরু করেছিলাম প্রথমে। কিন্তু আপত্তি করলেন সবাই। তারপর এখানের মেয়েরাই এই ঘরটা দিল, পড়ানোর জন্যে।'

সুবর্ণ। মেয়েটার নাম। সুবর্ণ শুধুই লেখাপড়া শেখান না ওদের। শুধু পুঁথিগত শিক্ষা নয়, একজন ভালো মানুষ হয়ে ওঠার শিক্ষা দেওয়া হয়। মূল্যবোধের শিক্ষা। কেউ মিথ্যে বলবে না, কেউ খারাপ কথা বলবে না, একে অন্যকে শারীরিক আঘাত করবে না।
সুবর্ণ শেখান স্বাস্থ্যবিধি, শৌচাগার ব্যবহারবিধিও। 'নইলে বড় স্কুলে গিয়ে ওরা ইনফিরিয়রিটি কমপ্লেক্সে ভোগে, জানেন?'
'খুব ভালো লাগছে আমার। বড্ড মনখারাপ নিয়ে ফিরে যাচ্ছিলাম। মায়েরা যে সন্তান সম্পর্কে এত নির্লিপ্ত হতে পারেন, এখানে না এলে আমার জানা হত না। আপনি ওদের সবার হয়ে মায়ের কাজ করছেন। জন্ম দিলেই মা হয় না এ কথাটাও সত্যি। আবার জন্ম না দিয়েও মা হতে পারেন কেউ, এটাও সত্যি।' আন্তরিকভাবেই বলল সুমেধা।
'চেষ্টা করছি, আর কিছু না। আসলে এই শিশুদের তো সত্যিই দোষ নেই। ওদের মায়েরা চাইলেও ওদের সুস্থ ভাবনা,

মূল্যবোধ শেখাতে পারবে না। পরিবেশ এমন। ওরা নিজেরা জানেই বা কি ? শুধু শরীর চেনে আর খিদে-তেষ্টা বোঝে। একটু বড় হলেই ছেলেমেয়েদের কাজে পাঠিয়ে দেয়।'
'রেগুলার স্কুলে আসে বাচ্চারা ?' ঋষি কৌতূহলী।
'আসে। এইটাই সবচেয়ে বড় কথা। সেইজন্যেই আমার স্কুলটা চলছে। স্কুলে না এলে ওদের মায়েরাই মেরেধরে নিয়ে আসে। সবার সামনে হাসাহাসি করে। বলে, লেখাপড়া শিখে কি হবে, ছেলেমেয়ে হাতের বার হয়ে যাবে। তারাই আবার আড়ালে এসে বলে, উপায় করো যাতে ছেলে মেয়ে এই পরিবেশ থেকে বেরিয়ে যেতে পারে। আসলে, ওরা নিজেরা জানেই না কি চাইতে হয়।'

কিছু মানুষ কাজ করেন নীরবে, তাই সমাজ চলছে। সুমেধার মা প্রায়ই বলেন। মনে পড়ল কথাটা। মনের মধ্যে ভরে উঠল। সুবর্ণকে বিদায় জানিয়ে ঋষির দ্বিচক্রযানে উঠে পড়েছে, কান্না আর চিৎকারের আওয়াজে নেমে পড়তে হল আবার। সেই চকমকে গোলাপী শাড়ি, আঁচল মাটিতে লুটিয়ে পড়েছে, সরোজা হাত ধরে টানতে টানতে নিয়ে আসছে একটি ছোট ছেলেকে। বেশ চড়চাপড়ও চলছে সঙ্গে। ছেলেটা পরিত্রাহি কান্না জুড়েছে।
সুমেধাদের দেখতেই পেল না, সোজা এসে দাঁড়িয়েছে সুবর্ণর কাছে। একটা পেন্সিল বাড়িয়ে ধরল। 'এই দেখো দিদি। কার পেন্সিল চুরি করে নিয়ে এসেছে আজ আবার। যতই চেষ্টা করো দিদি, ওর খুনটাই নোংরা, ও কোনদিন ভালোমানুষ হবে না। আমার নসীবের দোষ। কাছে রাখি না, বুড়ি মায়ের কাছে রেখে দিয়েছি, তুমি তো জানো। তবু চোর হল ? এ দিদি, তুমিই বলো, কি করি আমি ?'

চোখের জলে কাজল আর লিপস্টিকে মাখামাখি মুখ। তবু সরোজাকে অপরূপা লাগল সুমেধার। ভেতরের এক অন্ধ আলোড়ন অপরূপ ঢেউ হয়ে এসে ভেঙে পড়ছে দেহ ছাপিয়ে অন্য বেলাভূমিতে। অবিশ্রান্ত ঢেউ, কোজাগর পূর্ণিমার সাদা আলোয় কালো মেয়েটির বেলাভূমি আজ শঙ্খবেলা। মুখ ফিরিয়ে রয়েছে জগৎ সংসার। একের পর এক বস্ত্রহরণ ... প্রেম, আশ্রয়, সম্মান, আশা, প্রত্যাশা। বিচারের প্রার্থনায় হাত ক্রমশ আকাশের দিকে উঠছে, সেখানেও সাড়া নেই। নেই মায়া, মমতা, করুণা। সব আম্রপালীর জীবনে কি আর তথাগত আসেন ? নিষ্ঠুর হাওয়ায় উড়ে গেছে বস্ত্র, আশ্রয়। জেগে উঠেছে পৃথিবীর বুকে গভীর ফাটল। হে ধরণী, দ্বিধাবিভক্ত হও, তুমিই অন্তিম আশ্রয়। হৃতবস্ত্র অপরূপার মুষ্টিবদ্ধ হাতের কাছে থমকে দাঁড়ায় সভ্যতার অহঙ্কার। মুঠিখানিতে একখন্ড মুক্তি। মুক্তোদানা। সন্তানের জন্যে প্রার্থনায় খড়ি-ওঠা হাতের মুঠি ক্রমশ শুক্তি হয়ে উঠছে।